ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি: অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ

রুমানা শারমিন
ফাতেমা আফরোজ
সাধন কুমার দাস
শাহজাদা এম আকরাম

১৮ আগ÷ ২০১১

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

- প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহারে দুর্নীতি প্রতিরোধ, এবং স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার
- প্রথম আড়াই বছরে অগ্রগতি অর্জন - শিক্ষা ও কৃষি খাতে সাফল¨, বিশ্বব¨াপি অর্থনৈতিক মন্দার মধে¨ জিডিপি প্রবৃ×, রেমিটেন্স বৃ×
- বিভিন্ন জাতীয় সংকট মোকাবেলা - বিডিআর বিদ্রোহ, ঘূর্ণিঝড় ‘আইলা’
- সরকার গঠনের পর সরকারি দল কিভাবে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করছে এবং এক্ষেত্রে কতটুকু অগ্রগতি হচ্ছে তা গবেষণা-ভিত্তিক নিরীক্ষা করা গুরুত্বপূর্ণ
- প্রধান বিরোধী দল তাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সংসদে বিরোধী দল হিসেবে (যেমন বিভিন্ন আইন ও রাষ্ট্রীয় নীতি-নির্ধারণী বিষয়ে) এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে (যেমন দুর্নীতি দমন কমিশনের ক্ষমতায়ন) কিভাবে ভূমিকা রাখছে তা পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন

গবেষণার উদ্দেশ্য

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর থেকে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধের ওপর প্রধান সরকারি ও বিরোধী দলের দেওয়া নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা, এবং এর মাধ্যমে তাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করা

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

গবেষণা পদ্ধতি

- সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য সহায়ক নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি থেকে ১২টি ক্ষেত্র নির্ধারণ
- গুণবাচক তথ্য বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে সম্পন্ন
- প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় ধরনের উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ
- প্রাথমিকভাবে তথ্য সংগ্রহ করার পর অন্যান্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উৎস হতে তথ্যের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা যাচাই

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

তথ্যের উৎস

- প্রত্যক্ষ তথ্য উৎস
  - সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় - আইন ও সংসদ বিষয়ক, সংস্থাপন, স্বরাষ্ট্র, অর্থ ও বাণিজ্য
  - সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান - দুর্নীতি দমন কমিশন, তথ্য কমিশন, নির্বাচন কমিশন, মানবাধিকার কমিশন
  - সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, গবেষক
- পরোক্ষ তথ্য উৎস
  - সরকারি ও প্রধান বিরোধী দলের নির্বাচনী ইশতেহার
  - সংসদীয় কার্যবিবরণী
  - সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধির গেজেট (খসড়া, চূড়ান্ত)
  - গবেষণা প্রতিবেদন
  - সংবাদপত্র ও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত সংবাদ

গবেষণার আওতাভুক্ত সময়

- জানুয়ারি ২০০৯ থেকে জুলাই ২০১১

ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

গবেষণার সীমাব×তা

- সরকারি দলের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির মধে¨ সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের সাথে প্রত¨ক্ষভাবে সম্পর্কিত শুধুমাত্র ১২টি ক্ষেত্রের ওপর তথ¨ সংগ্রহ; ইশতেহারে অন¨ান¨ অনেক খাতে সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকার করা হলেও এবং এসব ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধ সংশ্লিষ্ট বিষয় উপস্থিত থাকলেও এসব বিষয়ভিত্তিক খাতকে এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি
- কয়েকটি প্রতিষ্ঠান থেকে তথ¨ প্রাপ্তিতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার অভাবে হালনাগাদ তথ¨ না পাওয়া
- ক্ষেত্রবিশেষে সরকারের প্রতিটি উদে¨াগ ও সংস্কার সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথে¨র অভাবের কারণে (প্রকাশিত হয়নি বা মুখ¨ তথ¨দাতাদের কাছ থেকে পাওয়া যায়নি) এই প্রতিবেদনে সরকারের কোনো কোনো উদে¨াগ অন্তর্ভুক্ত না-ও হয়ে থাকতে পারে

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

গবেষণার আওতাভুক্ত ক্ষেত্র

১. দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ
২. কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠা
৩. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা
৪. তথ্যের অধিকার প্রতিষ্ঠা
৫. প্রশাসনের সংস্কার
৬. আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর স্বাধীনতা ও শক্তিশালীকরণ
৭. শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব¨বস্থা প্রতিষ্ঠা
৮. নির্বাচন কমিশনের সংস্কার ও শক্তিশালীকরণ
৯. মানবাধিকার নিশ্চিত করা
১০. নারীর ক্ষমতায়ন
১১. ধর্মীয় সংখ¨ালঘু, অনুন্নত সম্প্রদায় ও অনগ্রসর অঞ্চলের উন্নয়ন
১২. এনজিও খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

১. দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ

নির্বাচনী অঙ্গীকার

"দুর্নীতি দমন কমিশনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে শক্তিশালী করা হবে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে বহুমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। ক্ষমতাধরদের বার্ষিক সম্পদ বিবরণ দিতে হবে। রাষ্ট্র ও সমাজের সকল স্তরের ঘুষ, দুর্নীতি উচ্ছেদ, অনুপার্জিত আয়, ঋণখেলাপি, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, কালোটাকা ও পেশীশক্তি প্রতিরোধ ও নির্মূলে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ...।" (প্যারা ২)

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

১. দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ

ইতিবাচক উদ্যোগ	নেতিবাচক উদ্যোগ/ অবস্থা
▪ দুর্নীতি দমনের জন্য সহায়ক তথ্য অধিকার আইন ও জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ সুরক্ষা প্রদান আইন প্রণয়ন, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন প্রণয়ন, এবং তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা ▪ জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী সনদ বাস্তবায়নের কর্ম-পরিকল্পনা নির্ধারণ; এর বাস্তবায়নের ওপর পর্যালোচনা (Peer Review, Parallel Review) ▪ দুদকের জন্য ঢাকায় এবং ঢাকার বাইরে প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ ▪ উপ-পরিচালক, সরকারী পরিচালক এবং উপ-সহকারী পরিচালকের পদে নিয়োগের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত ▪ মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানভিত্তিক সরকারি চাকুরেদের সম্পদ বিবরণী দাখিল, যাচাই ও সংরক্ষণের জন্য উদ্যোগ ▪ বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতিবিরোধী প্রশিক্ষণের উদ্যোগ	▪ দুদক আইন ২০০৪ সংশোধনের প্রস্তাব সংসদে উত্থাপন যা বাস্তবায়িত হলে দুদকের স্বাধীনতা ও ক্ষমতা হ্রাস পাবে ▪ দুদকের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সরকারের ইতিবাচক ভূমিকা না থাকা ▪ সরকারি দলের নেতাদের বিরুদ্ধে দুদকের করা মামলা প্রত্যাহার ▪ ২০০৯-১০, ২০১০-১১ ও ২০১১-১২ - তিন অর্থবছরের বাজেটে অপ্রদর্শিত আয় বৈধ করার সুযোগ অব্যাহত

ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

২. কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠা

নির্বাচনী অঙ্গীকার

"... জাতীয় সংসদকে কার্যকর ও সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে ... রাষ্ট্রের নিরাপত্তা সংক্রান্ত কতিপয় সুনির্দিষ্ট বিষয় ছাড়া সংসদ সদস¨দের ভিন্নমত প্রকাশের অধিকার দেয়া হবে।" (প¨ারা ৫.৩)

"রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে শিষ্টাচার ও সহিষ্ণুতা গড়ে তোলা হবে ...। একটি সর্বসম্§ত আচরণ বিধিমালা প্রণয়নের উদে¨াগ গ্রহণ করা হবে।" (প¨ারা ৫.৪)

" ... সংসদকে কার্যকর করার জন¨ প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে ... সন্ত্রাস, দুর্নীতি, ধর্মের রাজনৈতিক ব¨বহার বন্ধ এবং রাজনৈতিক দলগুলোর মধে¨ গণতান্ত্রিক রীতিনীতি, স্বচ্ছ অর্থায়ন, শিষ্টাচার ও সহনশীল আচরণ প্রতিষ্ঠা করা হবে। রাজনৈতিক দলগুলোর অভ¨ন্তরে গণতন্ত্র চর্চা ও অধিকতর সংস্কারের লক্ষে¨ যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।" (পরিশিষ্ট, '২০২১ সাল নাগাদ কেমন বাংলাদেশ দেখতে চাই')

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

২. কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠা

ইতিবাচক উদ্যোগ

- প্রথম অধিবেশনেই সবগুলো (৪৮টি) স্থায়ী কমিটি গঠন; কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী বৈঠক ১১টি কমিটির; কমিটির বৈঠকে বিরোধী দলের সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণ; ৩০টি কমিটির বার্ষিক প্রতিবেদন জমা
- সার্বিকভাবে সংসদে গড় উপস্থিতি ৬৬%
- নোটিশ গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ইলেকট্রনিক পদ্ধতির প্রবর্তন; আলোচনায় অংশগ্রহণের সময় নিয়ন্ত্রণে স্বয়ংক্রিয় মাইক্রোফোন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রবর্তন
- প্রথম অধিবেশনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে জারিকৃত ১২২টির মধ্যে ৪০টি অধ্যাদেশ আইনে পরিণত করার জন্য উত্থাপন; নয়টি অধিবেশনে ১৪৪টি আইন প্রণয়ন
- গুরুত্বপূর্ণ আইন - 'গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন ২০০৯', 'জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ সুরক্ষা প্রদান আইন, ২০১১', 'মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০৯', 'সন্ত্রাসবিরোধী আইন, ২০০৯', 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯', 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯', 'পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন, ২০১০'
- 'জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ সুরক্ষা প্রদান বিল, ২০১০' ও 'সিভিল সার্ভিস অ্যাক্ট ২০১১' এর খসড়া জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে জনমত গ্রহণের জন্য প্রকাশ
- 'সংসদ বাংলাদেশ' নামে সরকারি টেরেস্ট্রিয়াল চ্যানেল চালু
- 'সংসদ সদস্য আচরণ বিল, ২০১০' বেসরকারি বিল হিসেবে উত্থাপিত

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

২. কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠা

নেতিবাচক উদ্যোগ/ অবস্থা

- অধিবেশন কক্ষে সংসদ সদস্যদের অনুপস্থিতি; দেরি করে উপস্থিতির কারণে কোরাম সংকট অব্যাহত
- সরকারদলীয় নেতৃত্বের অতি প্রশংসা ও প্রতিপক্ষ দলের কঠোর সমালোচনা ও অসংসদীয় ভাষা ব্যবহার অব্যাহত
- বিরোধী দলের সংসদ বর্জন অব্যাহত (৭৪% কার্যদিবস); বিরোধী দলকে সংসদে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগের অভাব
- বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং আন্তর্জাতিক চুক্তি নিয়ে সংসদে আলোচনা না হওয়া
- সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে ৭০ অনুচ্ছেদে সংসদ সদস্যের ভিন্নমত প্রকাশের জন্য সহায়ক কোনো পরিবর্তন না করা
- অধিকাংশ কমিটির প্রতিবেদনে সুপারিশ বাস্তবায়নের মাত্রা উল্লেখ না করা
- বর্তমান সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার চাইতে অন্যান্য বিষয় নিয়ে কোনো কোনো কমিটির সময় ব্যয়
- স্থায়ী কমিটির বিষয়বস্তুর সাথে স্বার্থের সংশ্লিষ্টতা (Conflict of Interest) আছে এমন সংসদ সদস্যের স্থায়ী কমিটিতে অন্তর্ভুক্তি রয়েছে

৩. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা

নির্বাচনী অঙ্গীকার

“বিচার বিভাগের প্রকৃত স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা হবে। বিচার বহির্ভূত হত¨াকাণ্ড বন্ধ করা হবে। বঙ্গবন্ধু হত¨ার বিচারের রায় কার্যকর ... করা হবে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, যু×াপরাধের বিচার ... করা হবে।” (প¨ারা ৫.২)

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

৩. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা

ইতিবাচক উদ্যোগ

- অধস্তন আদালতের বিচারকদের নিয়োগের জন্য জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন গঠন
- প্রধান বিচারপতিসহ ১৯ জন বিচারপতির সম্পদের বিবরণী দাখিল
- সুপ্রিম কোর্টে বিচার বিলম্বসহ মামলাভুক্ত জনগণের হয়রানি ও দুর্নীতির কারণ অনুসন্ধানে সুপ্রিম কোর্টের পাঁচজন বিচারপতিকে সদস্য করে কমিটি গঠন
- বিচার বিভাগের আলাদা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি
- নিম্ন আদালতে ২০৭ ও হাইকোর্টে ৪৫ জন বিচারক নিয়োগ; নিম্ন আদালতে ১০১ জন সহকারী বিচারক নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন, এবং ২৫০ জনের নিয়োগের সিদ্ধান্ত; সুপ্রিমকোর্টে ৫০ জন বিচারক নিয়োগের পরিকল্পনা
- দুই বছরে নিম্ন আদালতে ১৭ লাখের বেশি মামলার নিষ্পত্তি; উচ্চ আদালতে ২০১০ এর অক্টোবর থেকে ২০১১ এর ১২ মে পর্যন্ত ৯২,০৬১ মামলার নিষ্পত্তি
- আদালত প্রশাসন ও মামলা ব্যবস্থাপনায় তদারকি, বেঞ্চ পুনর্গঠন এবং বেঞ্চের এখতিয়ার সুস্পষ্ট করা; মামলা ব্যবস্থাপনায় ই-গভার্নেন্স চালু
- সুপ্রিম কোর্টে জনগণকে তথ্য সরবরাহের জন্য একটি তথ্য সরবরাহ ইউনিট গঠন

৩. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা

ইতিবাচক উদ্যোগ

- বৃহত্তর ১৯ জেলার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটদের জন্য গাড়ি বরাদ্দ এবং ২৭ জেলায় নতুন কোর্ট বিল্ডিং স্থাপনের জমি অধিগ্রহণসহ অবকাঠামো নির্মাণের উদ্যোগ
- উচ্চ আদালতে অব্যবস্থাপনা ও মামলার নথিপত্র সংরক্ষণে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগ গ্রহণ
- ১৯৭১ এর পর থেকে দায়েরকৃত সব 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত' মামলা খতিয়ে দেখার উদ্যোগ গ্রহণ
- বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার চূড়ান্ত রায় প্রকাশ এবং পাঁচ জনের ফাঁসি কার্যকর
- মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের উদ্যোগ গ্রহণ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

৩. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা

নেতিবাচক উদ্যোগ/ অবস্থা

- নিম্ন আদালতে বিচারক নিয়োগ থেকে শুরু করে বদলি, পদোন্নতিসহ প্রশাসনিক সব বিষয়ে আইন মন্ত্রণালয়ের প্রভাব অব্যাহত
- উচ্চ আদালতে রাজনৈতিক বিবেচনায় জ্যেষ্ঠতা লঙ্ঘন করে বিচারক নিয়োগ
- বিচার বিভাগের জন্য পৃথক সচিবালয় গঠন না করা
- রাজনৈতিক হয়রানিমূলক মামলা বিবেচনা করে ডাকাতি, হত্যা ও দুর্নীতির মামলা প্রত্যাহারের উদ্যোগ; আবেদনকৃত ১০,২৯৩টির মধ্যে ৬,৬৫৫টি মামলা প্রত্যাহারের সুপারিশ
- বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড অব্যাহত; আড়াই বছরে কারা হেফাজতে এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে মৃত্যু ৬১২ জনের
- মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত আসামীদের রাজনৈতিক বিবেচনায় রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদান

৪. তথ্যের অধিকার প্রতিষ্ঠা

নির্বাচনী অঙ্গীকার

"... ক্ষমতাধরদের বার্ষিক সম্পদ বিবরণ দিতে হবে।" (প¨ারা ২)

"... প্রতি দফতরে গণঅধিকার প্রতিষ্ঠার জন¨ নাগরিক সনদ উপস্থাপন করা হবে ...।" (প¨ারা ২)

"প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রীসভার সদস¨ এবং সংসদ সদস¨ ও তাদের পরিবারের সম্পদের হিসাব ও আয়ের উৎস প্রতিবছর জনসমক্ষে প্রকাশ করা হবে।" (প¨ারা ৫.৩)

"... তথ¨ অধিকার প্রতিষ্ঠা ... করা হবে ..." (প¨ারা ৫.৬)

"সকল প্রকার গণমাধ¨মের স্বাধীনতা ও তথ¨-প্রবাহের অবাধ চলাচল সুনিশ্চিত ও সংরক্ষণ করা হবে।" (প¨ারা ১৯.১)

"সকল সাংবাদিক হত¨ার দ্রুত বিচার করে প্রকৃত অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব¨বস্থা ... করা হবে।" (প¨ারা ১৯.২)

৪. তথ্যের অধিকার প্রতিষ্ঠা

ইতিবাচক উদ্যোগ

- তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ ও বিধিমালা প্রণয়ন; জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ সুরক্ষা প্রদান আইন প্রণয়ন
- ৪,৫০১টি ইউনিয়নে 'ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র' চালু; জাতীয় ই-তথ্যকোষ; ই-বুক; জেলা তথ্য বাতায়ন চালু
- তথ্য সরবরাহের জন্য সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে তথ্য কর্মকর্তা হিসেবে ৯,৭৮০ জনকে (সরকারি ৭,৫৪২, বেসরকারি ২,২৩৮) নিয়োগ
- তিন সদস্যবিশিষ্ট তথ্য কমিশন গঠন
- নির্বাচন কমিশনে সব সংসদ সদস্যের নির্বাচনের পূর্বে দাখিল করা সম্পদের হিসাব ওয়েবসাইটে প্রকাশ
- প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ সদস্যদের আয়কর বিবরণী জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অর্থ মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর সিদ্ধান্ত
- মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপদেষ্টাসহ উচ্চ পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাদের আয় ও সম্পদের হিসাব বিবরণী প্রধানমন্ত্রীর কাছে জমা দেওয়ার সিদ্ধান্ত ও গেজেটের মাধ্যমে প্রক্রিয়া নির্ধারণ
- দ্বিতীয় প্রজন্মের নাগরিক সনদ তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ
- সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে পরপর তিনবার সমন জারির পর সাড়া না পেলে তারপর গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করার বিধান

৪. তথ্যের অধিকার প্রতিষ্ঠা

নেতিবাচক উদ্যোগ/ অবস্থা

- ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে প্রার্থীদের মৌলিক তথ্য দেওয়া বাধ্যতামূলক না করা
- প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্য ও সংসদ সদস্যদের সম্পদের বার্ষিক হিসাব প্রকাশ না করা
- আয় ও সম্পদের হিসাব বিবরণী প্রধানমন্ত্রীর কাছে জমা দেওয়া সংক্রান্ত নির্দেশের আওতায় সংসদ সদস্যদের আনা হয়নি
- বিতর্কিতভাবে দুইটি টেলিভিশন চ্যানেলের সম্প্রচার বন্ধ ও একটি দৈনিক সংবাদপত্রের প্রকাশনা সাময়িকভাবে বাতিল
- আট দিনের জন্য সামাজিক যোগাযোগের ওয়েবসাইট 'ফেসবুক' বন্ধ

৫. প্রশাসনের সংস্কার

নির্বাচনী অঙ্গীকার

"দলীয়করণমুক্ত অরাজনৈতিক গণমুখী প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করা হবে। যোগ্যতা, জ্যেষ্ঠতা ও মেধার ভিত্তিতে সব নিয়োগ ও পদোন্নতি নিশ্চিত করা হবে। প্রশাসনিক সংস্কার, ... ই-গভর্নেন্স চালু করা হবে। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য স্থায়ী বেতন কমিশন গঠন করা হবে।" (প্যারা ৫.৬)

" ... জাতীয় ন্যূনতম মজুরি পুনর্নির্ধারণ এবং স্থায়ী মজুরি কমিশন গঠন করা হবে।" (প্যারা ১৬.১)

" ... ন্যায়পাল নিয়োগ করা হবে।" (প্যারা ৫.২)

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

৫. প্রশাসনের সংস্কার

ইতিবাচক উদ্যোগ

- সিভিল সার্ভিস অ্যাক্ট ২০১১ এর খসড়া অনুমোদন; নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা, ২০১০ প্রণয়ন; 'নন-ক্যাডার কর্মকর্তা ও কর্মচারী (জ্যেষ্ঠতা-পদোন্নতি) বিধিমালা ২০১১' জারি
- প্রথম শ্রেণীর শূন্য পদের ৫০% পূরণে সরকারি কর্ম-কমিশনকে সুপারিশের ক্ষমতা প্রদান; সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে মোট শূন্য পদের ৯০% পর্যন্ত নিয়োগে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্র প্রয়োজন হবে না বলে সিদ্ধান্ত
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অধীনে প্রশাসন সংস্কার ও বাস্তবায়ন বিভাগ সৃষ্টি
- শীর্ষ পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাদের ই-মেইল অ্যাকাউন্ট, ল্যাপটপ, ওয়েবক্যাম, ইন্টারনেট মডেম ও স্ক্যানার প্রদান এবং ব্যবহারের ওপর প্রশিক্ষণ
- নোটিশ, সার্কুলার ও চিঠিপত্র ই-মেইলের মাধ্যমে পাঠানো; মাসিক বেতন বিল নির্ধারণের জন্য ডাটাবেজ সফটওয়্যার ব্যবহার
- বিভিন্ন সরকারি সেবা প্রতিষ্ঠানে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার; বিভিন্ন খাত, যেমন সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়া, জাতীয় সংসদ, বিচার বিভাগ, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি ডিজিটালাইজ করার উদ্যোগ গ্রহণ
- মূল বেতনের ওপর গড়ে ৫২% হারে বৃদ্ধি করে সরকারি কর্মচারীদের জন্য সপ্তম পে স্কেল ঘোষণা
- তৈরি পোশাক শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা; রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারণের জন্য 'জাতীয় মজুরি ও উৎপাদনশীলতা কমিশন' গঠনের নীতিগত সিদ্ধান্ত

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

৫. প্রশাসনের সংস্কার

নেতিবাচক উদ্যোগ/ অবস্থা

- বিভিন্ন অনিয়ম, প্রশাসনিক ত্রুটি এবং সরকারি দলের প্রভাবশালীদের প্রকাশ্য হস্তক্ষেপের কারণে সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে ১৮ মাসে ৯,০৯৫টি পদের জন্য নিয়োগ বা চূড়ান্ত ফলাফল স্থগিত
- চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ অব্যাহত; আড়াই বছরে চুক্তির ভিত্তিতে ২১৫ জন নিয়োগ
- ৮৫১ কর্মকর্তাকে পদোন্নতি না দেওয়া
- রাজনৈতিক কারণে ওএসডি করার প্রবণতা অব্যাহত; দুই বছরে ওএসডি'র সংখ্যা ৪৫৮
- প্রশাসনের কম্পিউটারায়নে প্রয়োজনীয় গতির অভাব; সরকারি ওয়েবসাইটগুলোয় প্রত্যাশিত তথ্যের অভাব
- স্থায়ী বেতন কমিশন গঠিত না হওয়া
- স্থায়ী মজুরি কমিশন গঠিত না হওয়া
- ন্যায়পাল নিয়োগ না করা; বরং কর ন্যায়পাল পদ অবলুপ্ত করা

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

৬. আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর স্বাধীনতা ও শক্তিশালীকরণ

নির্বাচনী অঙ্গীকার

“জনজীবনে নিরাপত্তা বিধানে পুলিশ ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসমূহকে রাজনীতির প্রভাবমুক্ত, আধুনিক ও যুগোপযোগী করে গড়ে তোলা হবে। তাদের বেতন-ভাতা, আবাসন ও অন¨ান¨ সুযোগ-সুবিধা বৃ× এবং কল¨াণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।” (প¨ারা ৫.৭)

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

৬. আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর স্বাধীনতা ও শক্তিশালীকরণ

ইতিবাচক উদ্যোগ	নেতিবাচক উদ্যোগ/ অবস্থা
▪ ৩২,০০০ পুলিশ নিয়োগের সিদ্ধান্ত; ১৩,৩৯১ পুলিশ (এর মধ্যে ৬৩২ জন পরিদর্শক) নিয়োগের অনুমোদন; ৬৭৩টি প্রথম শ্রেণীর পদ সৃষ্টির নীতিগত সিদ্ধান্ত ▪ 'পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন' (পিবিআই) নামে একটি পৃথক সংস্থা গঠনের উদ্যোগ ▪ প্রতিটি থানায় অতিরিক্ত একজন ইন্সপেক্টরের পদ সৃষ্টি ▪ ট্রাফিক পুলিশের জন্য বেসিকের ৩০% ভাতা (সর্বোচ্চ ২,৫০০ টাকা) ঘোষণা ▪ পুলিশ বিভাগের মাঠ পর্যায়ের অফিসের জন্য গাড়ি কেনা বাবদ প্রায় ৪৭০ কোটি টাকা বরাদ্দ ▪ আইজিপি থেকে কনস্টেবল পর্যন্ত সব স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য একই রেশনিং ব্যবস্থা ▪ মামলার তদন্ত করার জন্য 'তদন্ত ভাতা' ও 'ঝুঁকি ভাতা'র প্রচলন	▪ 'পুলিশ অ্যাক্ট ১৮৬১' হালনাগাদ ও সংশোধন করে তৈরি খসড়া 'পুলিশ আইন ২০০৭' চূড়ান্ত অনুমোদন না করা ▪ বিভিন্ন ধরনের মারাত্মক অপরাধ অব্যাহত; সরকার সমর্থিত ছাত্র সংগঠনের টেন্ডারবাজি ও চাঁদাবাজি ▪ পুলিশ নিয়োগ, পদোন্নতি ও পদায়নে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ অব্যাহত ▪ পুলিশ বাহিনীকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা

৭. শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা

নির্বাচনী অঙ্গীকার

"ক্ষমতার বিকেন্দ্রায়ন করে ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পরিষদকে শক্তিশালী করা হবে। জেলা পরিষদকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইন-শৃঙ্খলা ও সকল প্রকার উন্নয়নমূলক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হবে। প্রতিটি ইউনিয়ন সদরকে স্থানীয় উন্নয়ন ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু, পরিকল্পিত পল্লী জনপদ এবং উপজেলা সদর ও বর্ধিষ্ণু শিল্পকেন্দ্রগুলোকে শহর-উপশহর হিসেবে গড়ে তোলা হবে।" (প্যারা ৬)

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

৭. শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা

ইতিবাচক উদ্যোগ	নেতিবাচক উদ্যোগ/ অবস্থা
▪ ৪,২৮৫টি ইউনিয়ন পরিষদ, ২৬২টি পৌরসভা ও ৪৮১টি উপজেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত ▪ বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন ও সংশোধন ▪ উপজেলা চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন এবং বেতন-ভাতা নির্ধারণ করে নতুন বিধিমালা প্রণয়ন ▪ সাতটি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ইউনিয়ন পরিষদের অধীনে দেওয়া; একইভাবে দশটি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপজেলা পরিষদের অধীনে দেওয়া ▪ স্থানীয় সরকারের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পৌরসভার অধীনে কাজ করার বিধান ▪ স্থানীয় এলাকার সংসদ সদস্যদের পৌরসভায় উপদেষ্টার পদ ও ডেপুটি মেয়রের পদ বাতিল	▪ স্থানীয় সরকার কমিশন সংক্রান্ত অধ্যাদেশ প্রথম অধিবেশনের মধ্যে পাস না করায় কমিশন বিলুপ্ত ▪ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে সংসদ সদস্য এবং সরকারি কর্মকর্তাদের প্রভাব আইনের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ▪ উপজেলা পরিষদ অকার্যকর করে রাখা ▪ বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে নির্বাচনের জন্য সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধনে সরকারের দীর্ঘসূত্রতা ▪ জেলা পরিষদ নির্বাচন না হওয়া

৮. নির্বাচন কমিশনের সংস্কার ও শক্তিশালীকরণ

নির্বাচনী অঙ্গীকার

"নির্বাচন কমিশন এবং নির্বাচন পদ্ধতির চলমান সংস্কার অব্যাহত থাকবে।" (প্যারা ৫.৩)

"প্রবাসী বাঙালিদের জাতি গঠনে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি এবং তাদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করা হবে ... ।" (প্যারা ৫.৫)

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

৮. নির্বাচন কমিশনের সংস্কার ও শক্তিশালীকরণ

ইতিবাচক উদ্যোগ	নেতিবাচক উদ্যোগ/ অবস্থা
▪ গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন ২০০৯; নির্বাচন কমিশন সচিবালয় আইন ২০০৯ প্রণয়ন; নির্বাচন কমিশন সচিবালয় নির্বাচন কমিশনের অধীনে নিয়ে আসা ▪ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের ক্ষমতায়ন ▪ নিজস্ব জনবল দিয়ে উপ-নির্বাচন, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন এবং ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন সফলভাবে আয়োজন ▪ ভোটার তালিকা (সংশোধন) আইন ২০১০ এর মাধ্যমে প্রবাসীদের ভোটাধিকার দেওয়ার উদ্যোগ	▪ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের ঘোষণা দেওয়ার এখতিয়ার নির্বাচন কমিশনের হাতে না রেখে সরকারের হাতে রাখা ▪ জাতীয় নির্বাচনে তৃণমূলের সুপারিশ অনুযায়ী মনোনয়নকে বাধ্যতামূলক না করা ▪ রাজনৈতিক বিবেচনায় ঢাকা সিটি করপোরেশনের নির্বাচন না করা ▪ উপ-নির্বাচন ও ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে অপ্রতুল নিরাপত্তা ব্যবস্থা ▪ সংশোধিত সংবিধানে নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা না বাড়ানো

৯. মানবাধিকার নিশ্চিত করা

নির্বাচনী অঙ্গীকার

“... আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, স্বাধীন মানবাধিকার কমিশন গঠন ... করা হবে। মানবাধিকার লঙ্ঘন কঠোরভাবে বন্ধ করা হবে।” (প্যারা ৫.২)

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

৯. মানবাধিকার নিশ্চিত করা

ইতিবাচক উদ্যোগ	নেতিবাচক উদ্যোগ/ অবস্থা
▪ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯ প্রণয়ন; মানবাধিকার কমিশন গঠন ▪ কমিশনের চেয়ারম্যান, একজন সার্বক্ষণিক ও পাঁচ জন অবৈতনিক সদস্য নিয়োগ; কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ৪৯ কোটি টাকার প্রকল্প গ্রহণ ▪ ফতোয়ার মাধ্যমে শাস্তি প্রদানকে আইন বহির্ভূত ঘোষণা ▪ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধ করা; শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে বোরখা পরা বাধ্যতামূলক না করা ▪ ধর্ষণের ফলে জন্ম নেওয়া শিশুর দায়িত্ব রাষ্ট্রের গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত	▪ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বিধিমালা ২০০৯ এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা ২০০৯ অনুমোদন না হওয়া ▪ মানবাধিকার কমিশনে জনবল নিয়োগে সরকারি উদ্যোগের অভাব ▪ মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা অব্যাহত - বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, তৈরি পোষাক শিল্পের শ্রমিকদের হয়রানি ও ভয়-ভীতি প্রদর্শন, আটকদের ওপর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বা সামরিক বাহিনীর নির্যাতন, নারী নির্যাতন, সীমান্তে হত্যাকাণ্ড বন্ধে ব্যর্থতা ▪ মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে কার্যকর পদক্ষেপের অভাব

১০. নারীর ক্ষমতায়ন

নির্বাচনী অঙ্গীকার

“নারীর ক্ষমতায়ন, সম-অধিকার ও সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষে¨ ১৯৯৭ সালে আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক প্রণীত ‘নারী উন্নয়ন নীতি’ পুনর্বহাল করা হবে।” (প¨ারা ১২.১)

“জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংখ¨া ৩৩ শতাংশে উন্নীত করা হবে। প্রশাসন ও সমাজের সর্বস্তরের উচ্চপদে নারীদের নিয়োগের প্রয়োজনীয় ব¨বস্থা নেয়া হবে।” (প¨ারা ১২.২)

“নারী নির্যাতন বন্ধে কঠোরতম আইনি ব¨বস্থা নেয়া হবে। নারী ও শিশু পাচার রোধে আঞ্চলিক সহযোগিতাসহ যথাযথ ব¨বস্থা গ্রহণ করা হবে।” (প¨ারা ১২.৩)

“নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ¨ বৈষম¨মূলক আইনসমূহ সংশোধন করা হবে। কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা, কর্মবান্ধব পরিবেশ ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হবে।” (প¨ারা ১২.৪)

১০. নারীর ক্ষমতায়ন

ইতিবাচক উদ্যোগ

- জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ প্রণয়ন
- বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব - স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র, কৃষি, নারী ও শিশু; প্রধানমন্ত্রীর অধীনে প্রতিরক্ষা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদসহ ১২টি মন্ত্রণালয়
- সংসদীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদ - সংসদ নেতা, বিরোধীদলীয় নেতা, সংসদ উপনেতা, হুইপ, সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি
- পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন ২০১০ প্রণয়ন; মাতৃসূত্রে নাগরিকত্ব পাওয়া বিষয়ক আইন প্রণয়ন
- নারীদের মাতৃত্বকালীন ছুটি বৃদ্ধি
- সিডও সনদের আওতায় রিপোর্ট দাখিল
- যৌন নিপীড়ন প্রতিরোধে হাইকোর্টের নির্দেশনামূলক রায়
- নারীদের উত্যক্ত করা বন্ধ করতে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের বিচারিক ক্ষমতা প্রদান
- দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং কর্মস্থলে অভিযোগ কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত; প্রতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একজন শিক্ষককে কাউন্সেলিং প্রশিক্ষণ দিয়ে কাউন্সেলর পদে নিয়োগ দেওয়ার নীতিগত সিদ্ধান্ত
- নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশু-কিশোরদের জন্য ঢাকায় ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার চালু

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

১০. নারীর ক্ষমতায়ন

নেতিবাচক উদ্যোগ/ অবস্থা

- নারী উন্নয়ন নীতিতে উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে সমান অধিকারের উল্লেখ না থাকা
- জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন ৩৩ শতাংশ বৃদ্ধি না করে মোট সংরক্ষিত আসন ৪৫টি থেকে বৃদ্ধি করে ৫০টি করা
- সম্পত্তিতে নারীর সম-অধিকার বিষয়ক কোনো আইন প্রণীত না হওয়া
- হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বিবাহ বিচ্ছেদ বা সম্পত্তিতে নারীর অধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে আইনের বৈষম্য দূর করার জন্য কোনো উদ্যোগ না নেওয়া
- নারী নির্যাতন অব্যাহত

১১. ধর্মীয় সংখ্যালঘু, অনুন্নত সম্প্রদায় ও অনগ্রসর অঞ্চলের উন্নয়ন

নির্বাচনী অঙ্গীকার

“ধর্মীয় সংখ¨ালঘু, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, আদিবাসী ও চা বাগানে কর্মরত শ্রমজীবী জনগোষ্ঠীর ওপর সন্ত্রাস, বৈষম¨মূলক আচরণ এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের চির অবসান, তাদের জীবন, সম্পদ, সম্ভ্রম, মান-মর্যাদার সুরক্ষা এবং রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে সমান অধিকারের বাস্তব প্রয়োগ নিশ্চিত করা হবে। আদিবাসীদের জমি, জলাধার এবং বন এলাকায় সনাতনি অধিকার সংরক্ষণের জন¨ বিশেষ ব¨বস্থা গ্রহণসহ ভূমি কমিশন গঠন করা হবে। সংখ¨ালঘু, আদিবাসী ও ক্ষুদ্র নৃ-জাতিগোষ্ঠীর প্রতি বৈষম¨মূলক সকল প্রকার আইন ও অন¨ান¨ ব¨বস্থার অবসান করা হবে। ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ¨ালঘু এবং আদিবাসীদের জন¨ চাকরি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হবে।” (প¨ারা ১৮.১)

“পার্বত¨ চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা হবে। অনগ্রসর অঞ্চলসমূহের উন্নয়নে বর্ধিত উদে¨াগ, ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠী, আদিবাসী ও অন¨ান¨ সম্প্রদায়ের অধিকারের স্বীকৃতি এবং তাদের ভাষা, সাহিত¨, সংস্কৃতি ও জীবনধারার স্বাতন্ত্র¨ সংরক্ষণ ও তাদের সুষম উন্নয়নের জন¨ অগ্রাধিকার ভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে ...।” (প¨ারা ১৮.২)

১১. ধর্মীয় সংখ্যালঘু, অনুন্নত সম্প্রদায় ও অনগ্রসর অঞ্চলের উন্নয়ন

ইতিবাচক উদ্যোগ	নেতিবাচক উদ্যোগ/ অবস্থা
▪ সংসদে আদিবাসী সংক্রান্ত ককাস গঠন ▪ পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন করার অংশ হিসেবে সেনাবাহিনীর ৩৫টি অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার	▪ সংশোধিত সংবিধানে বাংলাদেশের অধিবাসীদের বাঙ্গালী অখ্যায়িত করা; আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে 'উপজাতি' হিসেবে আখ্যায়িত করার মাধ্যমে বিতর্ক সৃষ্টি; এ বিষয়ে সরকারের শক্ত অবস্থান ▪ আইনে মাত্র ২৭টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে তালিকাভুক্ত করা ▪ ভূমি কমিশন আইন সংশোধনের উদ্যোগ না নেওয়া; ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি না করে জরিপের উদ্যোগ ▪ শান্তিচুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনা প্রত্যাহার সম্পূর্ণ না করা ▪ 'অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১' এর সংশোধনে দীর্ঘসূত্রতা

১২. এনজিও খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা

নির্বাচনী অঙ্গীকার

“বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ আইনি কাঠামোর মধে¨ স্বশাসিতভাবে তাদের নিজস্ব বিধি মোতাবেক পরিচালিত হবে। তবে বিধিব× এনজিও প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবে না। তাদের আয়-ব¨য়ের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে।” (প¨ারা ২২)

১২. এনজিও খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা

ইতিবাচক উদ্যোগ	নেতিবাচক উদ্যোগ/ অবস্থা
▪ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সার্বিক কার্যক্রম তদারকি ও মূল্যায়নের জন্য স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার নিবন্ধন ও কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি সমন্বিত আইন প্রণয়নের উদ্যোগ ▪ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিবন্ধন নবায়ন না করার কারণে ৫৪৬টি এনজিও'র নিবন্ধন বাতিল ▪ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ ▪ বিভিন্ন ফর্ম ও আবেদনপত্র সংশোধনের উদ্যোগ ▪ এনজিও ডাটাবেজ এবং আর্থিক তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করা ▪ জঙ্গী অর্থায়নে এনজিওদের ভূমিকা পর্যবেক্ষণের উদ্যোগ	▪ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার নিবন্ধন ও কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি সমন্বিত আইন প্রণয়নের উদ্যোগের অংশ হিসেবে 'সোস্যাল সিকিউরিটি কাউন্সিল' গঠনের উদ্যোগ - এর উদ্দেশ্য নিয়ে বিতর্ক ও যথাযথ তথ্যের অভাবে এটি নিয়ে এনজিও খাতে উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তার সৃষ্টি

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

সার্বিকভাবে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি সুষ্ঠুভাবে পূরণের পথে এগিয়ে গেলেও বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে এখনো প্রত্যাশা অনুযায়ী কাজ করতে পারেনি

- দুদকের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং দুর্নীতি দমনের জন্য সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করার পরিবর্তে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের (যেমন সংসদীয় স্থায়ী কমিটি) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত উদ্যোগ গ্রহণ
- প্রশাসন এবং স্থানীয় সরকারের ক্ষেত্রে একদিকে সংসদ সদস্য অন্যদিকে সরকারি কর্মকর্তাদের ক্ষমতা ও স্বার্থ বিভিন্ন আইনের মাধ্যমে নিশ্চিত করা
- স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশে অনীহা
- গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের (দুর্নীতি দমন কমিশন, তথ্য অধিকার কমিশন, মানবাধিকার কমিশন, সরকারি কর্ম কমিশন) প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি শক্তিশালী করার পরিবর্তে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বর্তমান সক্ষমতাকে দুর্বল করার উদ্যোগ গ্রহণ
- মানবাধিকার লঙ্ঘন রোধে সরকারের নিষ্ক্রিয়তা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকারের নেতিবাচক ভূমিকা

ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

অন¨ান¨ ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ

উল্লেখযোগ¨ যেসব ক্ষেত্রে সরকার সমালোচিত

- সংবিধান সংশোধন নিয়ে বিতর্ক
- দ্রব¨মূল¨ বৃ× নিয়ন্ত্রণে ব¨র্থতা
- বিদু¨ৎ, গ¨াস, পানি ইত¨াদি নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করতে ব¨র্থতা
- পরিবহন ও যোগাযোগ ব¨বস্থার অবনতি - সড়ক, নৌ, রেল
- শেয়ারবাজার নিয়ন্ত্রণে ব¨র্থতা
- টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, দখল-সন্ত্রাস বৃ×
- আইলা মোকাবেলায় উদাসীনতা
- সরকারি ক্রয়নীতি শিথিল
- বিদু¨ৎ খাতে ইনডেমনিটি ঘোষণা
- ডিটেল এরিয়া প্ল¨ান (ড¨াপ) বাস্তবায়নে শ্লথগতি
- বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তিতে স্বচ্ছতার অভাব - কনোকো-ফিলিপস, এশিয়া এনার্জি, ট্রানজিট
- বৃহৎ প্রকল্পের জন¨ জমি অধিগ্রহণে স্থানীয় জনগণের অধিকার হরণ ও সাংঘর্ষিক পরিস্থিতি সৃষ্টি - রূপগঞ্জ, আড়িয়ল বিল, বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি

প্রতিশ্রুতির সাপেক্ষে প্রধান বিরোধী দলের ভূমিকা

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

- সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কার্যক্রমে নিয়মিত অংশগ্রহণ
- প্রথমবারের মত ২০১১-১২ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে কালো টাকা বিনিয়োগের সুবিধা না দেওয়ার দাবি এবং ভারতের সাথে ট্রানজিট ও অন্যান্য চুক্তি প্রকাশ করার দাবি

- জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়েই সরকারের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় না যাওয়া
- ৭৪ কার্যদিবস (প্রায় দশ মাস) পর্যন্ত ধারাবাহিক সংসদ বর্জন
- দল থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের সম্পদের বিবরণী স্বেচ্ছায় প্রকাশ না করা
- সরকারের দুদক আইন সংশোধনের উদ্যোগ নিয়ে কোনো অবস্থান না নেওয়া
- স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় সংসদ সদস্য ও প্রশাসনের প্রাধান্য নিয়ে কোনো অবস্থান না নেওয়া
- জাতীয় নারী নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ
- 'আদিবাসী' শব্দ ব্যবহার বিষয়ে সরকারের অবস্থান এবং অন্যান্য গৃহীত পদক্ষেপের ক্ষেত্রে কোনো অবস্থান না নেওয়া
- সংবিধান সংশোধন কমিটিতে এবং নির্বাচন কমিশনের সংলাপে অংশগ্রহণ না করা

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সুপারিশ

১. দুর্নীতি দমনের জন্য সংশ্লিষ্ট আইনে শুধু এমন সংশোধন আনা উচিত যেন দুদক কার্যকর ও স্বাধীনভাবে, বিশেষকরে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রভাবমুক্ত হয়ে কাজ করতে পারে। রাজনৈতিক বিবেচনায় মামলা প্রত্যাহার না করে বিচারিক প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করতে হবে

২. সংসদ কার্যকর করার ক্ষেত্রে প্রধান বিরোধী দলের সংসদে অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য সরকার ও বিরোধী দল উভয়ের পক্ষ থেকে আন্তরিক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

- সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত কমিটিসহ গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সংসদীয় স্থায়ী কমিটি'র চেয়ারম্যান বিরোধী দল থেকে নিতে হবে
- সংসদের দ্বিতীয় ডেপুটি স্পিকার পদ সৃষ্টি করে বিরোধী দল থেকে নির্বাচন করতে হবে
- গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়ন বা সংশোধনের আগে বিরোধী দল, জনগণ ও বিশেষজ্ঞদের মতামত নিতে হবে
- সংসদের স্থায়ী কমিটিগুলো থেকে স্বার্থের দ্বন্দ্ব রয়েছে এমন সদস্যদের সদস্যপদ প্রত্যাহার করতে হবে, এবং কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নে উদ্যোগ নিতে হবে
- সংসদ সদস্যদের জন্য আচরণবিধি সংক্রান্ত বিল দ্রুত আইনে পরিণত করতে হবে

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সুপারিশ

৩. প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্য, উপদেষ্টা, সংসদ সদস্য ও তাদের পরিবারের সদস্যদের আর্থিক তথ্য প্রতি বছর ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে

৪. সংবিধান ও নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির সাথে সঙ্গতি রেখে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলোতে ন্যায়পাল নিয়োগ করতে হবে

৫. সরকারি খাতে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ, রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগ, এবং সরকারি কর্মকর্তাদের ওএসডি করে রাখার প্রবণতা থেকে বের হয়ে আসতে হবে

৬. আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে দিতে হবে। এজন্য সংশোধিত পুলিশ আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে

৭. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ক্ষমতার বিকেন্দ্রায়ন করার জন্য এসব প্রতিষ্ঠানে সংসদ সদস্য ও উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের প্রাধান্য হ্রাস করার উদ্যোগ নিতে হবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধন করতে হবে

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সুপারিশ

৮. মানবাধিকার লঙ্ঘন রোধে সরকারকে আরও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। মানবাধিকার কমিশনকে কার্যকর করার জন্য একে ক্ষমতায়িত করতে হবে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ব্যক্তিদের আইনের আশ্রয় লাভ নিশ্চিত করা, এবং কারা হেফাজতে মৃত্যু বা নির্যাতন, বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের বিচার সম্পন্ন করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে

৯. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিতে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর সমান অধিকারের চেতনা সমুন্নত রাখতে হবে। জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন ৩৩ শতাংশে উন্নীত করতে হবে, এবং এসব আসনে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। নারীর জন্য বৈষম্যমূলক আইনের সংশোধন করতে হবে

১০. নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া উচিত। পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশন আইন সংশোধন এবং তা অনুযায়ী কমিশন পুনর্গঠন করতে হবে, যেন আদিবাসীদের ভূমিকা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শক্তিশালী থাকে

১১. এনজিও খাতের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে যেন এ খাতের সাফল্য ও স্বকীয়তার ধারা অব্যাহত থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে এবং এ খাতকে সরকারের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে

ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ধন্যবাদ